চাবির গোছাটা কার কাছে!

রিপন কুমার বিশ্বাস
ripan.biswas@yahoo.com

বাংলাদেশে বেশ কিছুদিন ধরে সংবিধানের চুলচেরা বিশ্লেষন চলছে। সব পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নিলেন। রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কোনো বিকল্প খুজেঁ পাওয়া গেলনা।

সর্বশেষ বিকল্প হিসাবে রাষ্ট্রপতি এলেন। এটা কি শুধুই একটা কঠীন সময়ের সর্বশেষ সমাধান নাকি একটা পরিকল্পিত পদক্ষেপ। যারা দাবা খেলতে জানেন তারা খেলার সময় অনেক দূর প্রর্যন্ত চাল চিন্তা করেন। সদ্য বিদায়ী চারদলীয় জোট সরকার কি তেমন সদূর প্রসারি চাল ভেবে রেখেছে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়!

সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে, এম, হাসান-কে নিয়ে যে বিরোধীদলের আপত্তি উঠবে এটা চারদলীয় জোট সরকার ভাল করেই জানত। তাহলে তারা কি কি পদক্ষেপ চিন্তা করে রেখেছে?

বিচারপতি হাসানের অব্যবহিত পূর্বে যিনি ছিলেন তিনি মারা গেছেন। তার পূর্বে বিচারপতি মাহামুদুল আমীন এর ব্যাপারে জোট সরকার আপত্তি তুলবে সেটাও নির্ধারিত। আপীল বিভাগের বিচারপতি মিঃ আজিজ কে তো নির্বাচন কমিশনে বসিয়ে রেখেছেন। আপীল বিভাগের অপর বিচারপতি মিঃ হামিদূল হক এর ব্যাপারে আপত্তি থাকবে। এত কিছু যখন মানা যাবেনা তখন অবশ্যই দেশের ভেতরে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকেও খুজেঁ পাওয়া যাবেনা।

বাকি থাকে ৭২ পেরোনো অসুস্থ মহামান্য রাষ্ট্রপতি। যেখানে জোট সরকার আসলে আসতে চেয়েছে।

কিছুদিন আগেও রাষ্ট্রপতির অসুস্থতাকে নিয়ে রহস্য করা হয়েছে। তিনি সিঙ্গাপুরে নাকি বঙ্গভবনে, তার অসুস্থা কোন পর্যায়ে, তিনি কবে আবার কাজে যোগদান করবেন নাকি আর করবেন না, এ সবই ছিল রহস্যে ঘেরা। তখন মহামান্য স্পিকার ছিলেন সাংবিধানিক ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায়। তো আবার যদি রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হন তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতায় কে যাবে! তিনি তো অশুস্থ হতেই পারেন। তার বয়সও তাই বলে।

'রাষ্ট্রপতি যা বলবেন তা আমাদের শুনতে হবে,' এটা ছিল সদ্য বিদায়ী জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। কেউ শুনবে না, তাতো কেউ বলেনি। রাষ্ট্রের চাবির গোছাটা আসলে কার কাছে!

জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেওয়া' ছবিটার শেষ অংশের আদালতের অংশটুকু নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। সেখানে ঘটককে যখন খান আতাউর রহমান দোষী সাবস্ত্য করছিল তার ঘরে অশান্তি আনার জন্য এবং খুজেঁ পাচ্ছিল না কে ঘরে পানির গ্লাশে বিষ রেখেছিল তখন ঘটক বলেছিল, 'কিশের ওকলাতি কর, বাড়ির চাবির গোছাটা কার কাছে সেটা খুজেঁ বের কর।' শেষ প্রর্যন্ত চাবির গোছাটা তার কাছেই ছিল যে সব ঘটনার জন্য দায়ী ছিল।

চার দলীয় জোটের স্পিকার ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দীন সরকার এখনও আছেন এবং সুস্থ আছেন।

আগামী ১১ই নভেম্বর নিউইয়র্কে তার একটা পার্লামেন্টারি সভায় আসার কথা ছিল যেটা তিনি বাতিল করেছেন দলের হাই কমান্ডের নির্দেশে। রাষ্ট্রপতি যদি এখন অসুস্থ হন তাহলে সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার আসবে। তাহলে ঘুরে ফিরে চাবির গোছা সেই আগের জায়গায়। আর তখন সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হবেন এবং তার সমস্ত দায়িত্ত তথা তত্তাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্তও নিবেন। স্পিকার তাই কোথাও যাবেন না। কখন কোথায় কি প্রোয়জন হয়।

চাবির গোছাটা আসলে ঘুরেফিরে একই জায়গায় থাকছে।

রিপন কুমার বিশ্বাস 'দি সিউল টাইমস'-এ ইন্টার্ন ছিলেন। এখন নিউইয়র্ক বেসড ফ্রিল্যান্স রাইটার।